Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

বাংলাদেশ বেতার

Poush 30, 1430 Bangla, January 14, 2024, Sunday, No. 14, 54th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Sheikh Hasina along with the new cabinet members pays tribute to Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman by placing wreaths at his tomb in Tungipara, Gopalganj. (R. Today: 15)

PM Sheikh Hasina asks the newly appointed ministers to take required measures for keeping the prices of essentials under control during upcoming Holy Ramadan. (VOA: 10)

Referring to the BNP leaders, AL GS says, those who boycoted the election have not retreated yet. Now they have started a new conspiracy, so that this government cannot stay in power but PM Sheikh Haisna does not care about any sanctions or visa policies. (Jago FM: 16)

BNP SJSG says, by using thousands of crores of state funds, the dummy CEC has created a parliament under the guise of an election. They will have to explain this expenditure to the public if a government is formed through elections in the future. (Jago FM: 16)

GM Quader's leadership is facing challenges in JP - MP candidates of the party have called a meeting on Sunday without chairman & secretary general. (DW: 13)

AL has managed to complete the term despite two controversial elections. But many think the reaction of US, UK & Australia regarding the election this time is giving a 'different signal' to the question of acceptance of the Awami League government. (BBC: 04)

Sheikh Hasina-led AL govt takes responsibilities of running the country, shouldering criticism for another 'one-sided' election. Analysts say main challenge will be to deal with the crisis of multi-faceted economy. (BBC: 05)

The government of Bangladesh strongly rejects the "biased and unjustified" statement issued by six international civil society organizations regarding the recently held national election. (VOA: 08)

Even before the week of the election in country, market of daily commodities has become hot. Beef market has began escalating again. Buyers react angrily to the price hike. (R. Tehran: 12)

2 people were killed in a fire in the Mollabari slum adjacent to BFDC gate in Tejgaon area of capital. (R. Today: 15)

Bangladesh Meteorological Department says, a mild cold wave is sweeping over the parts of country & it may continue. (BBC: 03)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
পৌষ ৩০, বাংলা ১৪৩০, জানুয়ারি ১৪, ২০২৪, রবিবার, নং- ১৪, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। (রে. টুডে: ১৫)

পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (ভোয়া : ১০)

বিএনপি নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, `নির্বাচন বর্জনকারীরা এখনো পিছু হটেনি। এখন তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, এ সরকার যেন ক্ষমতায় থাকতে না পারে।, তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ভিসা বিধি-নিষেধের কোনো পরোয়া করেন না।, (জাগো এফএম: ১৬)

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঘুমিয়ে থেকে ডামি নির্বাচনের নামে যে সংসদের জন্ম দিয়েছে আগামীতে দেশের জনগণের ভোটে সরকার গঠিত হলে প্রতিটি টাকার হিসাব দিতে হবে। (জাগো এফএম: ১৬)

জাতীয় পার্টিতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে জিএম কাদেরের নেতৃত্ব। নির্বাচনের ফলাফলের পর চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কর্মসূচি দিয়েছেন দলটির একাংশ। (ডয়চে ভেলে: ১৩)

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে ছয়টি আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজ ও সংস্থার দেয়া বিবৃতিকে পক্ষপাতদুষ্ট ও অযৌক্তিক উল্লেখ করে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ সরকার। (ভোয়া : ০৮)

আওয়ামী লীগ এর আগে বাংলাদেশে দুই দুইটি বিতর্কিত নির্বাচন করেও ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছে। কিন্তু এবার নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা, ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার যে প্রতিক্রিয়া, সেটা আওয়ামী লীগ সরকারের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে 'ভিন্ন ইঙ্গিত' দিচ্ছে বলেই অনেকে মনে করছেন। (বিবিসি: ০৪)

বিএনপি ভোট বর্জন করায় আরেকটি 'একতরফা' নির্বাচনের সমালোচনা কাঁধে নিয়েই বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন নানামুখী চাপে থাকা অর্থনীতির সংকট মোকাবেলা করাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। (বিবিসি: ০৫)

জাতীয় নির্বাচনের সপ্তাহ না পার হতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নিত্যপণ্যের বাজার। গরুর মাংসের বাজার হঠাৎ করেই আবারো লাগাম ছাড়িয়েছে। ক্রেতারা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও বিক্রেতাদের দাবি বাজার ঊর্ধ্বমুখী। (রে. তেহরান: ১২)

রাজধানী তেজগাঁও এলাকায় বিএফডিসির গেট সংলগ্ন মোল্লাবাড়ি বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। (রে. টুডে: ১৫)

বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। (বিবিসি: ০৩)

বিবিসি

মাসজুড়েই থাকবে শীত, আসছে শৈত্যপ্রবাহ

"শীত খুব অতিরিক্ত পড়ছে দুইদিন থিকা। শীতের মইদ্দে কাজকাম কম। প্যাসেঞ্জার কম, তাই আয়ও কম, সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে„ বলছিলেন চুয়াডাঙ্গার ভ্যানচালক ফরজ। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, ৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিয়ে শুক্রবার এই জেলাটিতেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। সঙ্গে ছিল কিশোরগঞ্জও। একইদিনে ঢাকার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে যথাক্রমে ২২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ১৩ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কয়েকটি জেলা বাদে কোথাও শৈত্যপ্রবাহ না চললেও প্রচণ্ড শীতে ঢাকাসহ সারাদেশেই জনজীবন পর্যুদস্ত। আবহাওয়াবিদরা বলছেন পুরো জানুয়ারি জুড়েই শীতের প্রকোপ থাকবে। আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকলেও আগামী তিনদিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এসময় মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে, যা দুপুর পর্যন্তও থাকতে পারে। কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, নৌ পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগে সাময়িকভাবে বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে শুক্রবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিসহ দেশের কোথাও কোথাও দিনে ঠান্ডা পরিস্থিতি থাকতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। "সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য যদি ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে আসে, সেখানে শীতের অনুভূতি বাড়তে থাকে। কিন্তু পার্থক্য যদি পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে আসে তবে শীতের অনুভূতি প্রকট থেকে প্রকটতর হয়। অর্থাৎ হাড়কাঁপানো শীত অনুভূত হয়„ বলেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক। শুক্রবার বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তুলনা করে দেখা গেছে রংপুর, দিনাজপুর, তেতুলিয়ার মতো উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চলেই তাপমাত্রার পার্থক্য পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম। এছাড়া ঢাকা, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলেও তাপমাত্রার পার্থক্য ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম। বেশিরভাগ জেলাতেই সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য কমে যাওয়াতে শীতের অনুভূতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোথাও কোথাও তা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে বলে জানান মি. মল্লিক।

নিয়ম অনুযায়ী, তাপমাত্রা আট থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ, ছয় থেকে আট ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামলে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ আর চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ ধরা হয়। আর তাপমাত্রা চার ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে গেলে হয় অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। আপাতভাবে কিশোরগঞ্জ, ঈশ্বরদী ও চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রাই কেবল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে আছে। তবে শীতের তীব্রতা সারাদেশেই অনুভূত হচ্ছে।

বাংলাদেশে কোন দিক থেকে বাতাস প্রবেশ করে এবং সেই বাতাস কতটা ঠান্ডা তার ওপর শীতের অনুভূতি নির্ভর করে। পাশাপাশি যেসব অঞ্চলে বাতাসের চাপ বেশি থাকে বা বাতাসের উচ্চচাপ বলয় সক্রিয় থাকে, সেসব অঞ্চল থেকে বাতাস কম বায়ুচাপ এলাকায় প্রবাহিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশজুড়ে উচ্চচাপ বলয় তথা বাতাসের চাপ বেশি থাকার কারণে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ হয়ে শীতের ঠান্ডা বাতাস উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় শীতের অনুভূতি তীব্র হচ্ছে বলে জানান মি. মল্লিক। যেহেতু পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিবঙ্গজুড়ে উচ্চচাপ বলয় সক্রিয় আছে, ফলে বায়ুচাপ বাংলাদেশের দিকে প্রবেশ করছে। "বাতাসের গতিবেগ তুলনামূলকভাবে একটু বেশি থাকার কারণে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং ঢাকার পশ্চিমাঞ্চল ও খুলনার ওপরের দিকে যশোর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা- এসব অঞ্চলে শীতের অনুভূতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে„ বলেন এই আবহাওয়াবিদ। এছাড়াও ঊর্ধ্ব আকাশের বাতাস খুব ঠান্ডা হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে `জেড স্ট্রিম, বা প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন বাতাস কখনো নিচে নেমে আসছে, কখনো উপরে উঠে যাচ্ছে, যেটা ভাইব্রেট (কম্পন) হচ্ছে। অর্থাৎ ঊর্ধ্ব আকাশের বাতাসের নিম্নমুখী বিচরণ হচ্ছে। এই নিম্নমুখী বিচরণও অনেক সময় শীতের অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেয় বলে জানান মি. মল্লিক।

শীতের তীব্রতার আরেকটি কারণ কুয়াশা। মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘন থেকে অতিঘন কুয়াশা থাকে। রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেটের মতো অঞ্চলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কুয়াশা বিকেল পর্যন্তও থাকে। এতে করে দিনের বেলা অতি ঘন কুয়াশার স্তর ভেদ করে সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করতে পারে না। এদিকে এসময় সূর্যের কিরণকালও থাকে কম। উল্লেখ্য, সূর্য ওঠার দুই ঘণ্টা পর থেকে সূর্য ডোবার দুই ঘণ্টা আগ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় কিরণকাল। মি. মল্লিক বলেন, "স্বাভাবিক সময়ে সূর্যের কিরণকাল ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা হলেও এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। ফলে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হতে না পারায় মাটি শীতল থাকে এবং তীব্র শীত অনুভূত হয়।„ পুরো জানুয়ারি মাসজুড়েই শীতের অনুভূতি থাকবে বলে জানিয়েছেন মি. মল্লিক। তবে ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারির দিকে দেশজুড়ে অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও ঝড়ো বাতাসসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ার অবস্থায় বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস করা হয়েছে। এই বৃষ্টিপাত থেমে গেলে তাপমাত্রা কমে গিয়ে ২০ তারিখের পরে মৃদু বা মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ আবার শুরু হতে পারে বলে জানান

আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মি. মল্লিক। শুক্রবার চুয়াডাঙ্গায় এই মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় সাংবাদিক আকবর মানিক জানান, প্রচণ্ড শীতে সেখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত। সকাল ১২টা পর্যন্ত সেখানে রোদ ওঠেনি। অনেকটা একই অবস্থা রংপুরেও। সেখানকার স্থানীয় সাংবাদিক শাহরিয়ার মিম জানান, রংপুর অঞ্চলে গেল কয়েকদিনে হাড়কাঁপানো শীত শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। জেলাজুড়েই ঘন কুয়াশার দাপট অব্যাহত আছে। ফলে যানবাহনগুলোকে দিনের বেলায়ও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। শীতের কারণে সাংসারিক এবং অফিসের কাজে বিঘ্ন ঘটছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা ও এনজিওকর্মী কানিজ সুলতানা। "কাপড় কেঁচে দিলে শুকানোর সুযোগ নেই। অন্যদিকে কুয়াশার কারণে অফিসে যাওয়ার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেও অটো পাচ্ছি না। প্রতিদিন লেট হচ্ছে„ বলেন তিনি। তবে বরাবরের মতোই প্রচণ্ড ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী নিম্ন আয়ের মানুষ। "ঠান্ডার মধ্যে কাজ করতে ভালো লাগছে না। কিন্তু কাজ না করলেতো সংসার চইলবে না, বলেন একই জেলার মি. আশিক। পেশায় তিনি একজন রাজমিস্ত্রী। রংপুরের রিক্সাচালক মো. সুজা মিয়া বলেন, "আজকের ঠান্ডা অতিরিক্ত ঠান্ডা। ঠান্ডার জন্য বের হতে চাচ্ছিলাম না। তারপরও সংসারের কষ্ট হবে কয়ে বাড়ালাম। আমাদের রিকসা এখন তেমন কোন ভাড়াও নাই। কামাইও করতে পারি নে। সারাদিনে তিন-চারশো, পাঁচশো টাকা কামাই করতে আমাদের রাত হয়ে যায়। এই টাকা দিয়েতো সংসার চলে না। ঠান্ডার মধ্যেতো বেশিক্ষণ গাড়িও চালাইতে পারি না।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.১.২৪ রিহাব)

নির্বাচন পশ্চিমাদের কাছে 'প্রশ্নবিদ্ধ', সামনে কী আছে বাংলাদেশের জন্য?

নির্বাচন শেষ হওয়ার একদিন পর ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এসেছিলেন কূটনীতিকদের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের `মিট অ্যান্ড গ্রিট, অনুষ্ঠানে। খানিকটা চুপচাপ পিটার হাস কিছুক্ষণ কথা বললেন পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে। তারপর পশ্চিমা কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কিছু আলাপ। এরপর আসন গ্রহণের পালা। সামনের কয়েক সারি তখনো ফাঁকা। তবে পিটার হাস বসলেন বেশ দূরে, পঞ্চম সারিতে। নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর যে চাপ, সেখানে অবশ্য সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমে মানবাধিকার লংঘনের দায়ে র‍্যাবের উপরে নিষেধাজ্ঞা, পরে অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ভিসা নীতির প্রয়োগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রধান বিরোধী দল ছাড়া যে নির্বাচন হয়েছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন। এছাড়া জাতিসংঘও প্রশ্ন তুলেছে।

কিন্তু এরপর কী? যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ পশ্চিমা দেশগুলো কি আগের মতই বাংলাদেশের সঙ্গে বহুপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নেবে? নাকি কোন জটিলতা আসতে পারে? আওয়ামী লীগ সরকারের এখানে চ্যালেঞ্জটা কোথায়? এমন সব প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর খুব দ্রুতই এই বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারত, চীন, রাশিয়া। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ৫০টির বেশি দেশ অভিনন্দন জানিয়েছে। এমনকি ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা জাপানের রাষ্ট্রদূতও অভিনন্দন জানানোর জন্যে গণভবনে গিয়েছিলেন। জাপান আমেরিকার কৌশলগত মিত্র। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন ঢাকায় নিযুক্ত অন্যান্য দেশের কূটনীতিকদের মতো যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটাস হাস নিজেও বঙ্গভবনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আরো কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আওয়ামী লীগ এর আগে বাংলাদেশে দুই দুইটি বিতর্কিত নির্বাচন করেও ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছে। দেশে-বিদেশে বৈধতার কোন সংকট সেসময় সেভাবে তৈরি হয়নি। কিন্তু এবার নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা, ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার যে প্রতিক্রিয়া, সেটা আওয়ামী লীগ সরকারের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে 'ভিন্ন ইঙ্গিত' দিচ্ছে বলেই অনেকে মনে করছেন।

"সরকার তো গঠিত হয় নির্বাচনের ভিত্তিতে। তারা (আমেরিকা-ব্রিটেন) বলেছে নির্বাচনটা যথাযথ হয়নি। আপনি এ দুটোকে বিচ্ছিন্নভাবেও দেখতে পারেন। আবার যদি কেউ এ দুটোকে মিলিয়ে দেখেন তাহলে তো তখন এই বৈধতার সংকট থেকেই যাচ্ছে„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রসচিব তৌহিদ হোসেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার টার্ক যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেখানে বাংলাদেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার এবং আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রকৃত 'অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রে'র জন্য সরকারকে 'গতিপথ পরিবর্তন, করতে হবে। অন্যদিকে আমেরিকার বিবৃতিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাচন `অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি,। আর ব্রিটেন বলেছে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য যে বিশ্বাসযোগ্য ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা, মানবাধিকার, আইনের শাসন ইত্যাদি দরকার, বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় সেসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর আলী রীয়াজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতিতে একটা বিষয় লক্ষনীয় যে সেখানে বাংলাদেশের জনগনের সঙ্গে কাজ করার কথা বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের কথা বলা হয়নি। "কেননা যে সরকারকে তারা মনে করছেন যে, সরকারটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হয়নি। অর্থাৎ তাদের যে পাবলিক ম্যান্ডেট সেটা নেই। তার সঙ্গে তাহলে তারা কীভাবে কাজ করবেন। এ প্রশ্নটি আমেরিকাকে মোকাবেলা

করতে হবে। ফলে আগামীতে কী হবে, পাঁচ বছরের জন্যই এটা একটা স্থির জায়গায় চলে গেছে আমি সেটা মনে করছি না। সবেমাত্র নির্বাচন হয়েছে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা ইতিবাচক নয়। ফলে এগুলো কিন্তু ভিন্ন রকম ইঙ্গিত দেয়,„ বলেন মি. রীয়াজ। নির্বাচন আমেরিকার চোখে 'গ্রহণযোগ্য' না হওয়ায় দেশটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেবে কি-না বা কী করবে সেটা বুঝতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে বলেই মনে করেন আলী রীয়াজ।

গণতন্ত্র, সমাবেশের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, মানবাধিকার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা যার মূল কেন্দ্রে থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু এবার এটাও একটা বাস্তবতা যে, ইউক্রেন যুদ্ধের পর বিশ্বের ভূ-রাজনীতি অনেকটা বদলে গেছে। বিশ্বে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করছে চীন-রাশিয়া। বিদেশ নীতিতে ইউরোপের মধ্যেও অনৈক্য আছে। এর মধ্যেই ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ এবং আমেরিকার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন -এই দুইয়ে মিলে মার্কিন প্রেসেডিন্টের সামনে অনেক ইস্যু। দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর এসব কিছুর ব্যস্ততায় এবং পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশকে কতটা মার্কিন নীতির অগ্রাধিকারে রাখবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। "যুক্তরাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হচ্ছে ইন্দো-প্যাসিফিক এলাকা। সেখান থেকে তারা এ মুহূর্তে সরে যাবে সেরকম লক্ষণ আমি দেখতে পাই না। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মতপার্থক্য,„ বলেন অধ্যাপক রীয়াজ। "নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২৮ অক্টোবরের পরে আমার মনে হয়, আমেরিকা এক কদম পিছিয়ে গেছে। কিন্তু এক কদম পিছিয়ে যাওয়া কি কৌশলগত? তারা কি দেখতে চায় যে সাতই জানুয়ারি এবং এর পরে কী ঘটলো? "ভারতের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, সেগুলো পালিত হচ্ছে কি না। সে প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা এড়াতে পারছি না। ফলে একটু সময় নিয়ে দেখতে হবে সামনে কী ঘটে।„

নির্বাচন পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য সুবিধা হচ্ছে, চীন-রাশিয়া-ভারতসহ পঞ্চাশটিরও বেশি দেশের সমর্থন। কিন্তু এসব দেশের সমর্থন থাকলেও বাংলাদেশের বিপদটা অন্য কারণে। সেটা হচ্ছে, সংকটে থাকা অর্থনীতি। কিন্তু বাংলাদেশ যদি অর্থনীতিতে আরো চাপে পড়ে তাহলে কূটনীতিতে অবিরাম সমর্থন দিয়ে যাওয়া ভারত সেখানে কতটা কী করতে পারবে? সাবেক পররাষ্ট্রসচিব তৌহিদ হোসেন বলছেন, এক্ষেত্রে ভারতের তেমন কোনো সামর্থ্য নেই। তিনি বলেন, "যে তিনটা রাষ্ট্র শক্তভাবে সরকারকে ব্যাক করছে, তারা কিন্তু আমাদের বাজার না। আমরা তাদের বাজার। কিন্তু আমাদের বাজার যেটা সেটা কিন্তু পশ্চিমে। সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সেটা ইউরোপে। অর্থনীতির চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ আছে। এবং সেই চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে ভারত কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ ভারত কী করে? ভারত আমাদের কাছে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী বিক্রি করে। আমরা সেটা কিনি। তারা কি বিনামূল্যে আমরা যেটা কিনি সেটা দেবে? দেবে না, দিতে পারবেও না। সে সামর্থ্য তাদের নেই। এমনকি ঋণ হিসেবেও দেয়ার মতো সামর্থ্য তাদের নেই,„ বলেন মি. হোসেন। তবে চীন বাংলাদেশকে কিছু ডলার সহায়তা করলেও করতে পারে। কিন্তু মি. হোসেনের মতে, সেটা বরং বাংলাদেশের দায় বাড়াবে। কারণ ডলার সহায়তা আসলেও সেটা আসবে ঋণ হিসেবে। সবমিলিয়ে এটা নিশ্চিত যে, পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এবং তাদের আস্থায় আনা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমেরিকার মতো দেশ যখন বাংলাদেশের নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখন সেটা কতটা সহজ হবে? এমন প্রশ্নে সদ্য বিদায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন অবশ্য পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কে কোনো সমস্যা দেখেন না। নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আগে তিনি বিবিসিকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

"তারা আমাদেরকে বলেছে যে, আমাদের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা তারা বলবৎ রাখবে। তবে তারা যেটা বলেছে, হিউম্যান রাইটসের ইস্যু। এগুলো কন্টিনিউইং প্রসেস। এগুলোর কোনো শেষ নেই। আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করব,„ বলছিলেন সদ্য বিদায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন। আওয়ামী লীগ আশাবাদী নির্বাচনের পরের পরিস্থিতি বিশেষত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা সামলে নিতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এর জন্য দেশের ভেতরে যে ধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনীতির জোর দরকার, বাংলাদেশ সেটা কীভাবে, কতটা নিশ্চিত করতে পারবে সেটা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.১.২৪ রিহাব)

শেখ হাসিনার নতুন সরকারের সামনে প্রধান দুই চ্যালেঞ্জ

বিএনপি ভোট বর্জন করায় আরেকটি 'একতরফা' নির্বাচনের সমালোচনা কাঁধে নিয়েই বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নতুন এ সরকারের সামনে এখন নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই এগুতে হবে। বিশ্লেষকেরা বলছেন নানামুখী চাপে থাকা অর্থনীতির সংকট মোকাবেলা করাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই মুহূর্তে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি সংকট, বিনিয়োগ ও ডলার সংকট মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটা নাজুক সময় পার করছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলছেন, অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে পেশাজীবীদের সবার মধ্যেই একটা ঐকমত্য আছে। "সকলেই মনে করেন মূল্যস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণটাই হলো মূল চ্যালেঞ্জ এই মুহূর্তে। কিন্তু এর সাথে সাথে যেটা দেখা দিয়েছে যে সরকারের কর আহরণের পরিস্থিতি ভালো না। একই সাথে ব্যক্তি খাতে যেসব বিনিয়োগ আছে, সেগুলোর জন্য অর্থায়ন করা, বৈদেশিক মুদ্রা দেয়া এগুলিতে সমস্যা

হচ্ছে। এসব কিছু মিলিয়ে আমাদের যে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য সেটার ওপরে বড় চাপ সৃষ্টি হয়েছে। টাকার অবনমন ঘটছে। টাকার মূল্যমানকে স্থিতিশীল করাটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে এসেছে।„

বাংলাদেশে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পর দ্রুততম সময়ে শপথ ও মন্ত্রিসভা গঠন করে আবারো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনা সরকারকে এবার শুরু থেকেই দ্রব্যমূল্য কমানো, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জ্বালানি এবং রিজার্ভ সংকট সমাধানে তৎপর হতে হবে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন। সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে থাকা ব্যক্তিরা বলছেন, অর্থনীতি চাঙ্গা করতে যা কিছু প্রয়োজন তাই করবে নতুন সরকার। বর্তমান সংসদের একজন প্রভাবশালী সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সালমান এফ রহমান। বিবিসির এক প্রশ্নের জবাবে মি. রহমান বলেন এ সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। "অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জটা হলো সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। সেটা মোকাবেলা করার জন্য আমাদের যা যা কিছু করার আমরা করব। যেগুলি সংস্কার করতে হবে সেগুলিও আমরা করব। আন্তর্জাতিকভাবে যে চ্যালেঞ্জটা আছে। সেটা কিন্তু কিছুটা আমরা দেখছি ভালো দিকে যাচ্ছে। কমোডিটির দাম কমে আসতেছে। জ্বালানির দামও কিছুটা কমেছে। আমরা আশাবাদী যে সংস্কারগুলি প্রয়োজন যদি আমরা ঠিকমতো করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের অর্থনীতি যে আগের যে জায়গায় ছিল সেখানে আমরা নিয়ে আসতে পারব।„

তবে সালমান এফ রহমান প্রয়োজনীয় সংস্কার করার ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও কবে কীভাবে হবে সেটি দেখার বিষয়। আর নতুন সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংস্কার হবে কি না তা নিয়েও সংশয় রয়েছে বিশ্লেষকদের। সংশয়ের কারণ নিয়ে ড. দেবোপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি হলো সেটার মধ্যে দিয়ে সরকার কি এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে বের হতে পারবে কি না, যেটার ভেতর দিয়ে সে তার প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করতে পারবে? কারণ যে সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী ছিল যাদের কারণে আগে সংস্কার করা যায়নি তাদেরকেই এই নতুন সরকার মোকাবেলা করার শক্তি নিয়ে বের হয়েছে কি না এইটাই দেখার বিষয়।„

নতুন সরকারের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন হবে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ। নির্বাচন হয়ে গেলেও দেশে রাজনীতির সংকট সমাধান হয়নি। রাজনীতির মাঠে বিরোধী দলকেও মোকাবেলা করতে হবে নতুন সরকারকে। সামনে রাজনৈতিক বিরোধীরা মাঠে কী ধরনের আন্দোলন করে এবং পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেটি নিয়ে কারো কারো মধ্যে দুশ্চিন্তা রয়েছে। অর্থনীতির সংকট পুঁজি করে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে কি না সেটা নিয়েও দুর্ভাবনা আছে অনেকের মধ্যে।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ফারুক খান বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বলেন, রাজপথে তাদের মোকাবেলা করাই সরকারের জন্য রাজনীতির চ্যালেঞ্জ। "যারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করতে চায়, যারা বাংলাদেশের উন্নয়নকে ধ্বংস করতে চায়, এটাই চ্যালেঞ্জ এবং আমি শিওর ইনশাআল্লাহ নতুন সরকার এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব।„

এদিকে শুধু রাজপথে বিরোধী দল মোকাবেলাই যথেষ্ট নয় এই মেয়াদে। কারণ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের তৃণমূলে একটা বিভেদ তৈরি হয়েছে বলেই মনে হয়েছে। এই বিভেদ স্থায়ী হতে পারে এমন আশঙ্কাও করছেন অনেকে। ভোটের পর বিভিন্ন আসনে নৌকা ও স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও সংঘাত ও সহিংস হামলা হতে দেখা গেছে। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সাবেক কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক মনে করেন এ সমস্যা সাময়িক এবং দল এটি সামাল দিতে পারবে। "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত অভীজ্ঞ, ওনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শীতা সেটি দিয়ে তিনি দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখবেন। তেতাল্লিশ বছর রাখছেন, আগামী দিনেও রাখবেন।„ এবার সংসদে আওয়ামী লীগ বিরোধী তেমন কেউই থাকছে না। তাই সরকারি নীতি বা সিদ্ধান্তের যথাযথ সমালোচনা অথবা সরকারকে চাপ সৃষ্টির মতো কোনো বিরোধিতা হবে না বলেই ধারণা করছেন অনেকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীন নির্বাচনের পর রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ইমেজ নিয়ে একটা সংকট থেকে যাচ্ছে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, এখানে রাজনীতি থাকছে না এবং সংসদে যারা বসবেন তাদের মধ্যে সত্যিকারের রাজনীতিবিদের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন। "এখানে অন্য কোনো দলের আসলে অস্তিত্বই নাই। এরকম একটি দলবিহীন ব্যবস্থা, অথচ আমরা বলছি বহুদলীয় গণতন্ত্র। এই জিনিসটা আমি বলব যে, একটা তামাশার মতো মনে হয়। তো এই তামাশা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে কি না সরকার এটা হলো সবচাইতে বড় কথা।" সরকারের রাজনীতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে মি. আহমেদ বলছেন, "প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কোনো চ্যালেঞ্জ দেখি না। চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে। তারা তাদের গতানুগতিক রাজনীতির বাইরে পা বাড়াবে কিনা- সেইটাই হচ্ছে তাদের চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনা বলেছেন, যদি কোনো ভুল-ত্রুটি করে থাকি সেটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে-তো উনি সেটা শোধরানের কী প্রক্রিয়া নেবেন সেটা আমরা দেখব। পরিবর্তনটা কী আসে সেটাই কিন্তু দেখার বিষয়।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.১.২৪ রিহাব)

'স্মার্ট বাংলাদেশ' এবং দেশের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কেমন হলো মন্ত্রিসভা

বাংলাদেশে এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে প্রধান শ্লোগান ছিল `স্মার্ট বাংলাদেশে, নির্মাণ। বিজয়ী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তাতে `স্মার্ট বাংলাদেশ, আর অর্থনীতিসহ বিভিন্ন খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার চেষ্টা কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। নতুন মন্ত্রিসভার শপথের পরদিন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নিজেও বলেছেন যে, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক- এই তিনটি চ্যালেঞ্জই শেখ হাসিনার নতুন সরকারকে আগামীতে মোকাবিলা করতে হবে। তবে এটি যে খুব একটা সহজ হবে না সেটি উল্লেখ করে এর কারণ হিসেবে তিনি বৈশ্বিক বাস্তবতার কথা তুলে ধরেছেন। তবে বৈশ্বিক বাস্তবতা যাই হোক, দেশ থেকে অর্থ পাচার, রিজার্ভের পতন, রেমিট্যান্স প্রবাহ, ব্যাংক খাতের অনিয়ম, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির জেরে দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী হওয়া ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সম্পর্কের অবনতির মতো বিষয়গুলো মোকাবেলার জন্য রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন মন্ত্রিসভায় কতটা ঘটেছে তা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে মন্ত্রিসভায় অনেক নতুন মুখ আসলেও অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রবীণ সংসদ সদস্য ও সাবেক কূটনীতিক আবুল হাসান মাহমুদ আলীর মনোনয়ন অনেককেই বিস্মিত করেছে। অনেকে অবাক হয়েছেন নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়েও। তবে দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলছেন মন্ত্রিসভায় বড় আকারের পরিবর্তনের মধ্যেই সংকট মোকাবেলার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মইনুল ইসলাম মনে করেন, আগের সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় নিষ্ক্রিয় ছিলো বলেই সংকটে পড়েছে বাংলাদেশ। ফলে সেখানে পরিবর্তনটা এক ধরনের বার্তা দেয়। পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ডঃ আহসান এইচ মনসুর বলছেন, অর্থ, পরিকল্পনা, বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। "কী চিন্তা করে এটা তিনি করেছেন সেটা হয়তো আমরা জানি না। তবে এসব ব্যক্তিরা আগ্রহ নিয়ে কাজ করলে আর কোনো গোষ্ঠীর হয়ে কাজ না করলেই দেশ উপকৃত হবে।„

বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন এ মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি বড় সংকট হলো পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটানো। গত সাতই জানুয়ারি বিরোধী দল বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর বর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যে নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় এলেন, সেই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমারা। এছাড়া ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে আলোচনা আছে যে, ২০২১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলার সাথে দূরত্ব তৈরি হওয়ার পর থেকে বর্তমান পর্যায়ে আসা পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো বিদায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন ও প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সামাল দিতে পারেননি। বরং অনেক সময় মন্ত্রীর বক্তব্য সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্যোগী হতে হয়েছে। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারেরই এক সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবীণ সংসদ সদস্য আবুল হাসান মাহমুদ আলীকে অর্থমন্ত্রী করেছেন। আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী করেছেন গত সরকারের তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদকে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগসূত্র আছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের। সেখানে নতুন মন্ত্রী হয়ে এসেছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম। আবার ইউক্রেন যুদ্ধের জের ধরে দেশের অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হওয়ার পর মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় গত দু'বছর ধরে দ্রব্যমূল্য নিয়ে দুঃসহ অবস্থায় রয়েছে দেশের মানুষ। এ নিয়ে বিদায়ী বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশীকে বিভিন্ন সময়ে ব্যাপক সমালোচনা সইতে হয়েছে। অথচ নতুন মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রী রাখেননি। আবার প্রতিমন্ত্রী বানিয়েছেন আহসানুল ইসলামকে, যিনি এবারই প্রথম মন্ত্রিসভায় আসলেন।

অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলছেন, "অর্থ, বাণিজ্য ও পরিকল্পনা- তিন জায়গাতেই নতুন মন্ত্রী এসেছেন । অর্থমন্ত্রী যাকে করা হয়েছে কূটনীতির ক্ষেত্রে তার সুনাম আছে, সততা নিয়ে প্রশ্ন নেই। পরিকল্পনাতেও নতুন মানুষ। বাণিজ্যে তরুণ প্রতিমন্ত্রী আসলেও তিনি ব্যবসায়ী হিসেবে অভিজ্ঞ। তারা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো বুঝে কাজ করলে ভালো কাজের সুযোগ আছে।„ অন্যদিকে অধ্যাপক মইনুল ইসলাম বলছেন, অর্থমন্ত্রীর কূটনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল পদচারণা থাকলেও তিনি অর্থনীতির ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন। অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন অনেকদিন। "আশা করি তিনি গত অর্থমন্ত্রীর চেয়ে ভালো করবেন। আগের মন্ত্রী নিষ্ক্রিয় ছিলেন এবং তার অদক্ষতার কারণে অর্থনৈতিক সংকট সামাল দেয়া যায়নি। আশা করি নতুন অর্থমন্ত্রী অর্থ খাতের সংকট মোকাবেলায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।„ তিনি বলেন, রিজার্ভ সংকট, ডলারের দাম বৃদ্ধি, রেমিট্যান্স হ্রাস পাচ্ছে, পুঁজি পাচারের মতো বিষয়গুলো সামাল দিতে হলে কঠোর হাতে পদক্ষেপ নেয়ার সদিচ্ছা থাকলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব হবে।

তবে বিশ্লেষকরা মনে করেন, এসব বিষয়ের সঙ্গে অনেক প্রভাবশালী মহলের স্বার্থ জড়িত থাকে, যাদের অনেকে আবার সরকারের ঘনিষ্ঠ। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আইন বা নিয়ম থাকার পরেও কঠোর পদক্ষেপ নিতে দেয়া যায়নি। সেসব ক্ষেত্রে নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা কতটা ভূমিকা রাখতে পারবেন, তার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করবে। আহসান

এইচ মনসুর বলছেন, যেই চিন্তা থেকেই হোক না কেন, যেসব খাতে সংকট ছিলো সেগুলোতে পরিবর্তন এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। "এখন নতুন করে যারা এসেছেন তারা সংকট অনুধাবন করে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বুঝে দেশের স্বার্থে কাজ করলে ভালো করার সুযোগ আছে। তারা কী ডেলিভারি করেন সেটাই হবে সামনে দেখার বিষয়„ বলছিলেন তিনি। এর বাইরে শেখ হাসিনার গত দুটি সরকারের সময়ে বার বার আলোচনায় এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এবারেও নতুন পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা-সমালোচনা চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আগের সরকারের শিক্ষা উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের তরুণ নেতাদের একজন মহিবুল হাসান চৌধুরীকে। তরুণ প্রতিমন্ত্রী পেয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগও।

স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় টিকা সংগ্রহ করে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণকে দেয়ার চ্যালেঞ্জ সরকার ভালোভাবে মোকাবেলা করলেও এ খাতে দুর্নীতির অভিযোগ বারবার গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে গত পাঁচ বছর। এখন সেই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন সুপরিচিত চিকিৎসক সামন্ত লাল সেন। টেকনোক্র্যাট কোটায় নিয়োগ পাওয়া মি. সেন এবারই প্রথম মন্ত্রিসভায় এলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ আব্দুল খালেক বলছেন, "গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে পরিবর্তন করার মাধ্যমে শেখ হাসিনা জনগণকে একটি বার্তা দিয়েছেন। এর আগে দলের এমপি মনোনয়ন দেয়ার সময় ৭০ জনকে বাদ দেয়ার মাধ্যমেই তিনি বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আমার ধারণা সবকিছু বিশ্লেষণ করেই শেখ হাসিনা তার টিমমেটদের বেছে নিয়েছেন। যেসব খাতে চ্যালেঞ্জ ছিল তার প্রতিটিতেই অভিজ্ঞদের এনেছেন। পাশাপাশি শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে নির্ভর করেছেন তারুণ্যের ওপর। সবমিলিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্যেই সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ ও সংকট নিরসনের চেষ্টার প্রতিফলন আছে„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

ওদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শনিবার টুঙ্গিপাড়ায় বলেছেন দলের ইশতেহার বাস্তবায়নে অনেক প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে কারণ যারা নির্বাচন বর্জন করেছে তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র করছে। "তারা বিদেশি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আছে কবে কম্বোডিয়ার মতো একটা নিষেধাজ্ঞা হয়ত এখানে আসবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কোনো নিষেধাজ্ঞা বা ভিসা নীতির পরোয়া করেন না।„ যদিও বিশ্লেষকরা অনেকে মনে করেন নিষেধাজ্ঞার মতো কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখে যেন বাংলাদেশকে না পড়তে হয়, সেটা নিশ্চিত করাও নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

ছয়টি আন্তর্জাতিক সংস্থার বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে ছয়টি আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজ ও সংস্থার দেয়া বিবৃতিকে পক্ষপাতদুষ্ট ও অযৌক্তিক উল্লেখ করে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ সরকার। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঐ ছয়টি সংস্থার দেয়া বিবৃতিতে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন দেশ ভূয়সী প্রশংসা করেছে এবং নতুন সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, উৎসবমুখর পরিবেশে এবং জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মোট ১ হাজার ৫৩৪ জন প্রার্থী এবং ৪৩৬ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এতে আরো বলা হয়, এ নির্বাচনে কোনো কোনো জায়গায়, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোট প্রদানের হার ৭০ শতাংশ বা তার চেয়েও বেশি ছিলো। তবে, শহর এলাকায় তুলনামূলক কম ভোটার উপস্থিতির কারণে সারাদেশে গড় ভোটের হার ছিলো ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। "স্বাধীন নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে। নির্বাচনের আগে বিএনপির সহিংসতা এবং নির্বাচন বানচাল করার হুমকি সত্ত্বেও, মাত্র কয়েকটি ভোট কেন্দ্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ভোটের দিনটি ছিলো শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর; বলা হয় মন্ত্রণালেয়ের বিজ্ঞপ্তিতে। এতে আরো বলা হয়েছে যে সক্রিয়ভাবে মাঠ পর্যায় থেকে নির্বাচনের প্রতিবেদন তৈরি করা আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকরা তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় এর সত্যতা প্রকাশ করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংযম এবং আইনি সীমানা মেনে সহিংসতার ঘটনাগুলো মোকাবেলা করেছেন। রাজনৈতিক কারণে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এতে উল্লেখ করা হয়, নির্বাচন বানচালের জন্য যারা মানুষ ও যানবাহনে পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করেছে, আগুন দিয়েছে, মানুষকে হত্যা ও আহত করেছে এবং জনজীবন ব্যাহত করেছে; তাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে এবং সব নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য এই পদক্ষেপগুলো প্রয়োজনীয় ছিলো। ছয়টি সংগঠনের যৌথ বিবৃতিটি বিভ্রান্তিকর, একতরফা ও অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বলা হয়েছে, গণতন্ত্রবিরোধী ও নির্বাচনবিরোধী শক্তিকে উৎসাহিত করতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ বিবৃতি দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যে ছয়টি সংগঠন যৌথ বিবৃতি দিয়েছে, সেগুলো হলো; এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস (এএনএফআরইএল), ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন (সিআইভিআইসিইউএস), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (এফআইডিএইচ), এশিয়ান ডেমোক্রেসি নেটওয়ার্ক (এডিএন), ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট (অস্ট্রেলিয়া) ও অ্যান্টি-ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক (এডিপিএএন)। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) এএনএফআরইএল-এর ওয়েবসাইটে বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে সংগঠনগুলো বাংলাদেশে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিয়ে নতুন করে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "আমরা মনে করি, এই নির্বাচন যথাযথ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক- হয়নি।„ সংগঠনগুলো আরো বলেছে, নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের দিন ব্যাপক অনিয়মের তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ভোটারদের ওপর চাপ প্রয়োগ এবং ফলাফলে কারচুপির মতো বিষয় রয়েছে। বিবৃতিতে তারা বলেছে, নির্বাচন সামনে রেখে বেপরোয়াভাবে বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ এবং রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের দমনের ঘটনা ছিলো উদ্বেগজনক। ভয় দেখানো, পরোয়ানা ছাড়া হয়রানি, মিথ্যা অভিযোগে বহু মানুষকে আটক এবং বিরোধী রাজনীতিক ও তাদের সমর্থকদের ওপর পরিচালিত সহিংসতা একটি বিশৃঙ্খল নির্বাচনি পরিবেশের চিত্র তুলে ধরে। সভা-সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শুধু সরকারপন্থী দল, সংগঠন ও ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে বলে ছয় সংগঠনের বিবৃতিতে বলা হয়। উল্লেখ করা হয়, বিরোধী নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সীমিত রাখা হয়েছিল। ছয় সংগঠন উল্লেখ করেছে যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাম গণতান্ত্রিক জোট, গণতন্ত্র মঞ্চসহ প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো নির্বাচন বর্জন করেছে। তারা বলেছে, নির্বাচন কমিশনসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে পক্ষপাতমূলক অবস্থান, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সুস্পষ্ট পক্ষপাত এবং বিরোধী নেতা-কর্মীদের দমন-পীড়নের কারণে তারা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৪ এলিনা)

জাতীয় পার্টি থেকে ফিরোজ রশীদ ও সুনীল শুভরায়কে অব্যাহতি

বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পাঁচ দিনের মাথায়, জাতীয় পার্টির (জাপা) কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদ ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভরায়কে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) দলের যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, তাদের জাতীয় পার্টির সকল পদ ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের, গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দুই জ্যেষ্ঠ নেতাকে দলের সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেছেন। দলের এই দুই শীর্ষস্থানীয় নেতাকে কেন অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, তা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি। তবে, সিদ্ধান্তটি ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য, কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদ ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভরায় জাতীয় পার্টিতে রওশন এরশাদ সমর্থক বলে পরিচিত।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামান না : ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোনো নিষেধাজ্ঞা বা ভিসা নীতি নিয়ে মাথা ঘামান না। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানানোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, "এই সরকার যাতে ক্ষমতায় থাকতে না পারে, সেজন্য তারা (বিরোধীদল) তাদের বিদেশি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোনো নিষেধাজ্ঞা বা ভিসা নীতি নিয়ে মাথা ঘামান না,„ যোগ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বিরোধীরা কম্বোডিয়ার মতো নিষেধাজ্ঞার আশা করছে বলেও উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা পূরণের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র অবস্থান বদলায়নি : জন কার্বি

বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা পূরণের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান বদলায়নি বলে জানিয়েছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের (এনএসসি) কৌশলগত যোগাযোগবিষয়ক সমন্বয়ক জন কার্বি। ওয়াশিংটনে স্থানীয় সময় বুধবার (১০ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউসে ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশে একতরফা নির্বাচন শেষ হয়েছে, বিরোধীদের দমনপীড়নের জন্য বিশ্বব্যাপী সমালোচনা হচ্ছে। দ্য গার্ডিয়ান এই নির্বাচনকে `বিরোধীদের ওপর নির্মম দমন-পীড়নে আচ্ছন্ন, বলে চিহ্নিত করেছে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলেছে, `বাইডেনের গণতন্ত্র প্রচারের সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দিল বাংলাদেশ,। বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা আপনি বলেছিলেন। নির্বাচনের আগে আপনারা ভিসা নিষেধাজ্ঞার নীতি ঘোষণা করেছিলেন। গণতন্ত্র প্রচারে বাইডেন

প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সমালোচনার বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? এই প্রশ্নের জবাবে জন কার্বি বলেন, "আমরা অবশ্যই এখনো বিশ্বজুড়ে কার্যকর, গতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বে বিশ্বাস করি এবং বাংলাদেশি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমাদের ইচ্ছার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমাদের এ প্রত্যাশার মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।„ (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

রমজানে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসা মন্ত্রীদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে এ নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন সাংবাদিকদের এ বিষয়ে অবহিত করেন। সালাহউদ্দিন জানান যে এটি ছিলো মন্ত্রিসভার অনানুষ্ঠানিক বৈঠক। সালাহউদ্দিন উল্লেখ করেন যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "পবিত্র রমজান আসছে এবং এ মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম যাতে না বাড়ে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।„ গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হওয়ার পর, প্রথমবারের মতো রাজধানীর বাইরে সফরে সেখানে যান শেখ হাসিনা। সালাহউদ্দিন আরো জানান, রমজান মাসে পণ্যের কৃত্রিম সংকট রোধ করতে, বড় মজুদদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে, মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রীদের নিয়মিত মজুদ বিরোধী অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা; জানান সচিব সালাহউদ্দিন। তিনি বলেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখুন, যাতে সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে পারে।„ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব আরো বলেন, শেখ হাসিনা তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রথমে তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত জানার নির্দেশনা দেন। কোনো প্রকল্প গ্রহণের সময়, দেশ ও জনগণের কল্যাণের বিষয় বিবেচনায় রাখতে, মন্ত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; জানান সচিব সালাউদ্দিন।

এদিকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম প্রদান করে। পরে, নতুন মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শেখ হাসিনা সমাধিসৌধের বেদিতে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর তিনি কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও ফাতেহা পাঠ করেন।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে বিএনপি- রুহুল কবির রিজভী

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী জানিয়েছেন যে, আন্দোলনের নতুর কর্মসূচি প্রণয়ন করছে বিএনপি। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন রুহুল কবির রিজভী। "নির্দলীয় সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করতে বিএনপি নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন করছে,„ উল্লেখ করেন তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে রিজভী বলেন, "অবশ্যই আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে ভাবছি। আমাদের নেতারা প্রায় প্রতিদিনই বসছেন। আমাদের কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়ে গেলে আপনাদের জানাব।„ তিনি আরো জানান, তাদের দল এখনো বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আর সমমনা দলগুলো বিএনপির সঙ্গে আছে। "তাদের (মিত্রদের) সঙ্গে কথা বলার মতো অনেকগুলো বিষয় আছে... আমরা সবার সঙ্গে কথা বলে নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন করব এবং পরে আপনাদের জানাব,„ যোগ করেন রুহুল কবির রিজভী। ক্ষমতাসীন দল এখন `অবৈধ ব্যক্তিদের, নিয়ে সরকার গঠন করে তা উদযাপন করছে বলে উল্লেখ করেন এই বিএনপি নেতা। তিনি বলেন, "ক্ষমতাসীন দলের এ ধরনের উৎসব একদিন তাদের (আওয়ামী লীগের) পরাজয় ও পতনের মধ্য দিয়ে জনগণের উৎসব হবে।„ বিএনপির সিনিয়র যগ্ম-মহাসচিব বলেন, ক্ষমতাসীন দল একতরফা নির্বাচন করে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে আনন্দ করছে। "জনগণকে পরাভূত করে তারা যে আনন্দ পায়, তা একদিন তাদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। সেদিন জনগণ বিজয়ী হবে,„ বলেন রিজভী।

তিনি আরো বলেন, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের জন্য জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন কখনো বৃথা যাবে না। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে সরকার অবৈধ ক্ষমতার স্বাদ নিচ্ছে বলে উল্লেখ করেন রুহুল কবির রিজভী। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

সারাদেশ জুড়ে বইছে কনকনে শীতের হিমেল হাওয়া

বাংলাদেশ জুড় বাইছে হিমেল হাওয়া। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশ জুবুথুবু হয়ে আছে শীতের প্রভাবে। নাতিশীতোষ্ণ বাংলাদেশে সাধারণ ভাবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে শীত অনুভূত হয় বেশি। আবহাওয়ার আচরণ স্বাভাবিক হলে,

হিমালয়ের পাদদেশ এবং ভারতের আসাম-মেঘালয় সংলগ্ন সব জেলায় শীত নামে জোরেশোরেই। এ বছরের আবহাওয়া আচরণ স্বাভাবিকের বাইরে কিছু নয়, এমন কথা বলেছেন আবাহওয়া বিশেষজ্ঞরা। তবে শীতের আগে এল-নিনোর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে, তুলনামূলক উষ্ণ শীতকালের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন তারা। ঋতু পরিক্রমায় বাংলাদেশে শীতকাল বিরাজ করে পৌষ ও মাঘ মাস জুড়ে; খ্রিষ্টাব্দ অনুসারে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি শীতকাল। এবার ডিসেম্বররে তেমন ঠান্ডা অনুভূত হয়নি। তবে জানুয়ারি থেকে বাড়তে থাকে শীতের তীব্রতা। শীত প্রভাব বিস্তার করে উত্তরের জেলা দিনাজপুর থেকে উপকূলের খুলনা পর্যন্ত। মধ্যাঞ্চলের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রাজধানীসহ ঢাকা অঞ্চল এবং নদী বিধৌত বরিশাল অঞ্চলে নেমে আসে পারদের স্তর। চট্টগ্রামে এখনো কামড় বসায়নি শীত। তবে কুয়াশা আছে, নেমেছে তাপমাত্রা। এমন শীত পরিস্থিতি কমতে কয়েক দিন লাগবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো কিশোরগঞ্জের নিকলী ও চুয়াডাঙ্গায়। আবহাওয়া অধিদফতরের তথ্যমতে, শুক্রবার সকাল ৬টা পর্যন্ত বাংলাদেশের চার জেলা- নওগাঁ, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। এসব অঞ্চলের ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার দুপুর ১২টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিলো ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদফতরের মতে, মৃদু শৈত্যপ্রবাহে তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। মাঝারি শৈত্যপ্রবাহে তাপমাত্রা হয় ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তীব্র শৈত্যপ্রবাহে ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তাপমাত্রা।

শনিবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে দিনাজপুরে। আবহাওয়া অধিদফতরের বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। এছাড়া, আবহাওয়া অফিস শনিবার সকাল ৯টা থেকে পরের ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলেছে, মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারা দেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। কুয়াশার কারণে উড়োজাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও সড়ক যোগাযোগে সাময়িকভাবে বিঘ্ন ঘটতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয় বুলেটিনে। এতে আরো বলা হয়, রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলাসহ রংপুর বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দেশের কোথাও কোথাও দিনে ঠান্ডা পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

তীব্র শীতে বাংলাদেশর খুলনাঞ্চলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কনকনে ঠান্ডা আর ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন পুরো এলাকা, রোদের তেজ নেই। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) থেকে হঠাৎ করে শীতের তীব্রতা বাড়ে। প্রচণ্ড ঠান্ডা, ঘন কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ায় দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষ নাকাল হয়ে পড়েছেন। শীত থেকে মুক্তি পেতে অনেকে খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন। খুলনা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ আমিরুল আজাদ বলেন, খুলনায় শনিবারের (১৩ জানুয়ারি) তাপমাত্রা ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এ বছরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তিনি জানান যে, এমন তাপমাত্রা আরো ২ থেকে ৩ দিন থাকবে। ১৫ জানুয়ারির পর তাপমাত্রা একটু বাড়বে। তবে ২০ জানুয়ারি পর আবার তাপমাত্রা কমবে বলে জানান তিনি। এদিকে, খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

লালমনিরহাটে কয়েক দিন ধরে ঘন কুয়াশায় বিরাজ করছে। দেখা মিলছে না সূর্যের। হিমেল বাতাসের দাপটে উত্তরের সীমান্তবর্তী লালমনিরহাটের জনজীবন বিপর্যস্ত। কষ্টে দিন যাপন করছেন তিস্তা ও ধরলা তীরবর্তী, চরাঞ্চলের মানুষ। সন্ধ্যায় পর থেকেই বৃষ্টি মতো টপ টপ করে কুয়াশা পড়ছে। দুপুরেও বইছে হিমেল হাওয়া। ঠান্ডাজনিত রোগ সর্দি, কাশি ও হাঁপানিজনিত রোগ বেড়েছে শিশু ও বৃদ্ধদের মাঝে। শ্রমজীবীরা কর্মহীন দিন যাপন করছেন। ঘন কুয়াশার কারণে যানবাহনগুলোকে দুপুরেও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে। রাজারহাট আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার জানান, শুক্রবার সকাল ৮টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৩ দশমিক ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লালমনিরহাট সিভিল সার্জন নির্মলেন্দু রায় জানান, ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতের কারণে কয়েকদিন ধরে হাসপাতালগুলোতে সর্দি, কাশি ও হাপানিজনিত রোগী সংখ্যা বেড়ে গেছে। লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ উল্লাহ জানান, লালমনিরহাট জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন স্থানে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে।

নদী বিধৌত বরিশালে হাড় কাঁপানো শীত, বিপর্যস্ত জনজীবন। শনিবার বরিশালে মৌসুমের সর্বনিম্ন ১০ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে স্থানীয় আবহাওয়া অফিস। আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরো কমতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অফিসের কর্মকর্তারা। এদিকে বরিশালে শিশু ও বয়স্কদের ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বেড়েছে। বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে গত কয়েক দিন ধরে ধারণ ক্ষমতার কয়েক গুণ বেশি রোগী চিকিৎসা নিচ্ছে। আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে বয়স্ক রোগীর সংখ্যা। হাসপাতালের পরিচালক ডা. এইচএম সাইফুল ইসলাম বলেন, স্থান সংকটের কারণে, বাধ্য হয়ে শিশুদের মেঝেতে বিছানা দিয়ে সেবা দিতে হচ্ছে। বরিশাল আবহাওয়া অফিসের উচ্চ পর্যবেক্ষক মাসুদ রানা রুবেল জানান, এমন

তাপমাত্রায় সকালে ২ নটিক্যাল মাইল বেগে বাতাস বয়ে যাচ্ছ, বাড়ছে শীতের অনভুতি। তিনি আরো জানান, আবহাওয়াবিদদের মতে এখনো মৃদু শৈত্যপ্রবাহ নেই। তবে বাতাস বইতে থাকায় শৈত্যপ্রবাহ অনুভূত হচ্ছে। এমন শীত আরো তিন থেকে চার দিন অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

রমজানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

বাংলাদেশে আসন্ন রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন রমজানের সময় বিশেষ করে বড় মজুদদাররা যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যবস্থা নেয়া হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা :

রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় আজ (শনিবার) দুপুরে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন। মন্ত্রীদের এই বিষয়ে নিয়মিত মজুত বিরোধী অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, `প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখুন যাতে সাধারণ মানুষ স্বস্তিতে থাকতে পারে'। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তিনি বলেন, এটি একটি অনানুষ্ঠানিক মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী রমজানের সময় বিশেষ করে বড় মজুতদাররা যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির জন্য জরুরি পণ্য মজুত করতে না পারে সে ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের প্রথমে তাদের মন্ত্রণালয়ের সার্বিক বিষয়ে তথ্য জানার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে সকালে ঢাকা থেকে সড়ক পথে রওনা দিয়ে বেলা ১১টার দিকে দুদিনের সফরে টুঙ্গিপাড়া পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার সঙ্গে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা ছিলেন। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নিত্যপণ্যের বাজার, বেড়েছে গরুর মাংসের দাম

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের সপ্তাহ না পেরুতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নিত্যপণ্যের বাজার। গরুর মাংসের বাজার হঠাৎ করেই আবারো লাগাম ছাড়িয়েছে। ক্রেতারা মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও বিক্রেতাদের দাবি বাজার উর্ধ্বমুখী, তারা কী করবে! সম্পর্কে আরও রয়েছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদন :

জাতীয় নির্বাচনের সপ্তাহ না পেরুতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নিত্যপণ্যের বাজার। গেল কয়েক মাস ধরে কমতে থাকা গরুর মাংসের বাজার হঠাৎ করেই আবারো লাগাম ছাড়িয়েছে। কেজিপ্রতি বেড়েছে ১০০ থেকে দেড়শো টাকা পর্যন্ত। এতে প্রভাব পড়েছে মাছ ও মুরগির বাজারে। ফলে ক্ষুব্ধ ক্রেতারা। এদিকে, ভরা মৌসুমেও শীতের সবজির দাম নিয়ে অসন্তুষ্ট সাধারণ মানুষ। কারণ রসনা বিলাসী বাঙালির খাদ্য তালিকায় সব সময় উপরের সারিতে থাকে মাংসের চাহিদা। গেল কয়েক বছর সেই গরু ও খাসির মাংসের দাম উদ্বেগজনকহারে বেড়ে যাওয়ায়, মধ্যবিত্তের নাগলের বাইরে চলে যায়। তবে কয়েক মাস আগে থেকে গরুর মাংসের দাম কিছুটা কমতে থাকায় স্বস্তি ফিরেছিল সব শ্রেণির ক্রেতাদের মাঝে। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে আবারো লাগাম ছাড়াতে শুরু করেছে মাংসের দাম। ক্ষুব্ধ ক্রেতাদের অভিযোগ, সরকারের বেঁধে দেয়া দামে মিলছে না এখন গরুর মাংস। কেজিতে বেড়েছে একশো থেকে দেড়শো টাকায়। বেশির ভাগ দোকানে বিক্রি হচ্ছে ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকায়। অধিকাংশ দোকানে নেই মূল্যতালিকাও (স্বকণ্ঠে): সব মাংসের দোকানদাররা এক হয়ে গেছে। ৬৫০ টাকা সরকার নির্ধারণ করেছে কিন্তু তারা ৭০০ টাকায় বেচবে। তবে বিক্রেতাদের দাবি বাজার আবারো উর্ধ্বমুখী তাই বেড়েছে মাংসের দাম (স্বকণ্ঠে) : এখন বর্তমানে মালের অনেক ক্রাইসিস। ক্রাইসিসের কারণে দামের ঊর্ধ্বগতি। এজন্য আমরা বর্তমানে ৭০০ টাকায় বিক্রি করছি। এর মাঝে টানা কয়েকমাস ৫৯৫ টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি করে পরিচিতি পায়, ঢাকার শাহজাহানপুরের খলিল গোস্ত বিতান। কিন্তু তারাও এখন কেজিতে ৫৫ টাকা বাড়িয়ে বিক্রি করছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারী খলিল মিয়া (স্বকণ্ঠে) : অন্যান্য জায়গা থেকে আমার এখানে ৫০ থেকে ৬০ টাকা কম। তবে বাজার মনিটরিং এর দাবি ভোক্তাদের। জনৈক ভোক্তা : প্রাইজটা যেন আরো না বাড়ে এ ব্যাপারে খেয়াল রাখা দরকার। এদিকে, গরুর মাংসের দাম বাড়ায়, প্রভাব পড়েছে মাছ ও মুরগীর বাজারেও (স্বকণ্ঠে) : মাছের দামটা আগে তুলনায় অনেক বেশি। এখন মাছের আমদানিও কম। আর তাছাড়া ক্রেতা কমে যাওয়ায় মাছের দামটাও একটু বেড়ে গেছে। গেল ২০২৩ সালের বছরব্যাপী নিত্যপণ্যের বাজারের অস্থিরতা, নতুন বছরেও তেমন কোনো সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ ভোক্তাদের। পেঁয়াজ-রসুন, আদা এবং মৌসুমী সব্জির বাজারের অস্থিরতা নিয়েও অভিযোগের অন্ত নেই।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

মুম্বাইয়ে ভারতের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতুর উদ্বোধন

ভারতের মুম্বাই উপকূল বরাবর দেশটির দীর্ঘতম সমুদ্র সেতুর উদ্বোধন করা হয়েছে। জাপানের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ মুম্বাই ট্রান্স হারবার লিঙ্কের উদ্বোধন করা হয়। সেতুটি পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরটির কেন্দ্রীয় অংশকে উপসাগরের অপর তীরের একটি এলাকার সাথে যুক্ত করেছে। এর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে এবং ব্যয়ের ৭০ শতাংশেরও বেশি এসেছে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা বা জাইকার প্রদত্ত ২৪২ বিলিয়ন ইয়েনের বেশি বা প্রায় ১.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ থেকে। এর কাঠামোতে জাপানি প্রযুক্তি সম্বলিত সেতুর গার্ডার রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, এই সেতু নির্মাণে দেয়া সহযোগিতার জন্য আমি জাপান সরকারের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সেতুটি যানজট সমস্যা ও বায়ু দূষণ হ্রাস করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

জাতীয় পার্টিতে চ্যালেঞ্জের মুখে জিএম কাদেরের নেতৃত্ব

জাতীয় পার্টিতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে জিএম কাদেরের নেতৃত্ব। নির্বাচনের ফলাফলের পর চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কর্মসূচি দিয়েছেন দলটির একাংশ। চেয়ারম্যান ও মহাসচিব ছাড়াই রোববার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সভা ডেকেছেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী পার্টির এমপি প্রার্থীরা। একদিন আগে এই সভার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেও এখন মহাসচিবের কণ্ঠে নরম সুর। এই সভাকে তিনি স্বাভাবিক হিসেবেই দেখছেন। এমন পরিস্থিতি জাতীয় পার্টি আরেক দফা ভাঙনের মুখে পড়তে যাচ্ছে কি না সেই প্রশ্ন উঠাও স্বাভাবিক। এর আগেও ৫ বার ভেঙেছে দলটি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শনিবার চেয়ারম্যান জিএম কাদের ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু দলের নেতাদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে প্রেসিডিয়ামের অধিকাংশ নেতাই উপস্থিত হননি। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ তেমন কোনো নেতা সেখানে ছিলেন না। বিদ্রোহের বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবুল হক চুন্নু ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``এটা বিদ্রোহ না। দল ছেড়ে অনেকেই চলে যেতে পারেন। কিন্তু জিএম কাদের যেখানে থাকবেন সেটাই আসল জাতীয় পার্টি। আমি চুন্নু আলাদা দল করলে কী সেটা জাতীয় পার্টি হবে? হবে না।,, রোববার যে বৈঠক ডাকা হয়েছে সেটা কী আপনাদের অনুমতি নিয়ে? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ``না, আবার আলোচনাও করেছে। তারা তো আমাদের দলের নেতাকর্মী। ফলে করুক না আলোচনা।,, আগে তো হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, এই সভা অগঠনতান্ত্রিক। এখন কী বলবেন? জবাবে তিনি বলেন, ``দলের স্বার্থে কখনো কখনো ছাড় দিতে হয়। সবকিছু কঠোরভাবে দেখা যায় না।,, দলের শীর্ষ দুই নেতাকে হুট করে অব্যহতি দেওয়া ঠিক হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ``তারা হয়ত এমন কিছু করেছেন যা চেয়ারম্যান নিশ্চিত হয়েছেন। ফলে সেখানে ছাড় দেওয়ার সুযোগ ছিল না।,,

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৮৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল জাতীয় পার্টি। এর মধ্যে ২৬টি আসন ছাড় পেয়েছিল আওয়ামী লীগের কাছ থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাশ করেছেন ১১ জন। এমন ফলাফলের পর গত বুধবার প্রথম বনানীতে পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ করেন দলের নেতাকর্মীরা। বিক্ষুব্ধ নেতাদের ওইদিন পার্টি অফিসে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সেদিনই চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের পদত্যাগের দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেন নেতারা। শুক্রবার সেই আল্টিমেটাম শেষ হয়েছে। ওই দিনই অর্থাৎ শুক্রবারই পার্টির কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদ এবং সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সুনীল শুভ রায়কে অব্যাহতি দেওয়া হয়। দলীয় গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদের এ অব্যাহতি দেন। এতে দলের ভেতরে ক্ষোভ আরও বেড়েছে বলে জানা গেছে। হঠাৎ করেই দল থেকে অব্যাহতিতে আশ্চর্য হননি কাজী ফিরোজ রশিদ। তিনি বলেন, ``আমি মোটেও আশ্চর্য হইনি। আপনাদের থেকে আমি বিষয়টি জেনেছি। বিষয়টি ঠিক আছে। তিনি (জিএম কাদের) ভালো করেছেন। তবে এ মুহূর্তে আমি কিছুই বলব না। অনুসন্ধান করলে সব বের হবে।,, হঠাৎ করে এমন সিদ্ধান্ত পার্টির চেয়ারম্যানের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ কি না জানতে চাইলে তিনি কোনো ধরনের মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ভোটে ভরাডুবির জন্য দলীয় চেয়ারম্যান জিএম কাদের, সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুকে দায়ী করে এই তিন শীর্ষ নেতার পদত্যাগ দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা। পার্টির কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, প্রেসিডিয়াম সদস্য সাহিদুর রহমান টেপা, লিয়াকত হোসেন খোকাসহ অনেক সিনিয়র নেতা এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। এদিকে জিএম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি নির্বাচনে `ভরাডুবির' পর অনেকটা ফুরফুরে মেজাজে আছেন নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন বঞ্চিত রওশন এরশাদ-পন্থি নেতারা। এখন রওশন এরশাদ-পন্থিদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন নির্বাচনে হেরে যাওয়া প্রার্থীরা। তার মধ্যে জাপার অনেক কেন্দ্রীয় নেতাও আছেন।

বনানী কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ চলাকালে বুধবার লিখিত বক্তব্যে পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব সাহিদুর রহমান টেপা বলেন, ``নির্বাচনে পার্টির চরম ভরাডুবি হয়েছে। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের সঙ্গে মনোনয়ন প্রশ্নে প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশন এরশাদ নির্বাচন থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু তিনি পার্টির মধ্যে বিভক্তি তৈরি হতে দেননি। অথচ পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদের গত চার বছরে তার সাংগঠনিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং অদক্ষতার কারণে জাতীয় পার্টিকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে গেছেন। তারই প্রতিফলন ঘটেছে দ্বাদশ নির্বাচনে। পার্টির প্রার্থীদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা করা এবং তাদের এক প্রকার পথে বসিয়ে দেওয়ার জন্য পার্টির দুই শতাধিক প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেছেন। সরকারের কাছে ধরণা দিয়ে ২৬টি আসনে সমঝোতা করে সেখানেও ভরাডুবি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে পার্টির ঐক্য ধরে রাখতে জিএম কাদের এবং মুজিবুল হক চুন্নুকে অবলিম্বে পদত্যাগ করতে হবে।,, এ সময় জাপার কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা বলেন, ``৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছি। আমরা প্রয়োজনে সাংগঠনিকভাবে নিয়মমাফিক কাউন্সিল আহ্বান করব। দলের চেয়ারম্যানসহ শীর্ষ নেতাদের প্রসঙ্গে সাবেক এই এমপি বলেন, আমরা শুনেছি তারা টাকা-পয়সা নিয়েছেন। এটা সঠিকভাবে তদন্ত করে আমরা ব্যবস্থা নেব। দলই যদি সঠিক না থাকে, তা হলে আসন পেলাম কি পেলাম না, সেটা প্রশ্ন নয়।,, আবু হোসেন বাবলা ঢাকা-৪ আসন থেকে লড়াই করে হেরে যান। এই আসনে আওয়ামী লীগ ছাড় দেয়নি জাপাকে।

বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়া প্রেসিডিয়াম সদস্য লিয়াকত হোসেন খোকা ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দল খবর নেয়নি। এ কারণে দলের প্রার্থীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমরা রোববার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে বৈঠক করব। সেখানে চেয়ারম্যান বা মহাসচিব থাকবেন না। পরে আমরা এই ক্ষোভের কথাগুলো পার্টির সর্বোচ্চ ফোরামে আলোচনা করব। এটাকে আমি বিদ্রোহ বলছি না। আবার আমরা ভাঙন চাই না। যোগ্য নেতৃত্বে পার্টি আরও শক্তিশালী হোক সেটাই আমাদের চাওয়া। আপাতত এটুকুই।,,

দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য হাজী সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন জাপার কেন্দ্রীয় কয়েক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, ``জিএম কাদেরসহ বেশ কয়েকজন নেতা দলটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এক পরিবার থেকেই জিএম কাদের নিজে, তার স্ত্রী-ভাগ্নেসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন এবং কিছু চামচা এই সমঝোতার সংসদ সদস্য হতে চেয়েছেন। আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারীসহ অনেকের বিষয় তো আপনারা জানেন। এরা মিলেই তো দলকে শেষ করে দিয়েছে। এরা তো পার্টির চাঁদার টাকাও মেরে খায়। এই নির্বাচনে পার্টির নমিনেশন বিক্রি হয়েছে সাড়ে চার থেকে পাঁচ কোটি টাকা। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী পার্টিতে টাকা দেয়, সেই টাকাও তারা মেরে খায়। এরা তো জাতির সাথেই বেঈমানি করেছে।,,

জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``নির্বাচনে আমাদের যে বিপর্যয়টা হয়েছে, সেখানে তো আমাদের ব্যর্থতা আছে। পার্টির নেতারাও এর দায় এড়াতে পারেন না। আমাদের সঙ্গে জোটে যে সমঝোতা হল সেখানে আমরাও নির্বাচন করলাম, আবার আওয়ামী লীগের নৌকা না থাকলেও তাদের প্রার্থী থাকল। ফলে আওয়ামী লীগের লোকজন আমাদের পক্ষে কাজ করল না। অন্যদিকে আমরা সরকারের জোটে থাকায় বিরোধীদের কাছে ভোট চাইতে যেতে পারিনি। ফলে বিষয়টি আগেই পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন ছিল। আওয়ামী লীগের কেন্দ্র থেকে নির্দেশনা যাওয়ার দরকার ছিল। ২০০৮ সালে বা ২০১৮ সালে তো আমরা সেভাবেই নির্বাচন করেছিলাম। ফলে যে বিপর্যয়টা হয়েছে সেখানে নেতাকর্মীদের ক্ষোভ থাকাটাই স্বাভাবিক। আমি মনে করি, পার্টির দায়িত্বশীল নেতারা তাদের সঙ্গে কথা বললে তাদের ক্ষোভ প্রশমন হবে।'' হঠাৎ করেই সিনিয়র দুই নেতাকে অব্যহতি দেওয়াকে কীভাবে দেখেন? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ``আমার মনে হয়, চেয়ারম্যানকে যারা বুদ্ধি দিয়েছেন তারা সঠিক বুদ্ধি দেননি। এই সিদ্ধান্তটা এভাবে না আসলেই ভালো হতো।,,

প্রসঙ্গত, জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অবর্তমানে এবারই প্রথম দলীয় চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল দলটি। ২৮৩ আসনে প্রার্থী, ২৬ আসনে সমঝোতা হলেও নির্বাচিত হন দলের মাত্র ১১ জন। এর আগে, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের শরিক দল হিসেবে ২৭টি আসনে জয় পেয়েছিল জাতীয় পার্টি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ করতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগের সাথে থাকতে হয়েছিল। এরপর সমঝোতার মাধ্যমে ২০১৪ সালে ২৯টি এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে ২২টি আসনে জয়লাভ করে দলটি। সে সময় দলটির নেতাদের অনেকের কথায় সেই সমঝোতা নিয়ে অস্বস্তি চাপা থাকেনি। তখন দলটিকে ঘিরে নানা ধরনের তৎপরতাও দেখা গিয়েছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১৩.১.২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ছয়টি নাগরিক সংগঠনের দেয়া বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে সরকার

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিয়ে নতুন করে জাতীয় নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ছয়টি নাগরিক সংগঠনের দেয়া বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে সরকার। সরকারের ওই বিবৃতিতে তুলে ধরা অভিযোগগুলোকে

মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উল্লেখ করে নতুন করে নির্বাচন আয়োজনের আহ্বানকে অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করা হয়েছে। শনিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়। বিবৃতিতে বলা হয় নির্বাচন অত্যন্ত অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, উৎসবমুখর পরিবেশে এবং জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে কোনো কোনো জায়গায় বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোট পড়ার হার ৭০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি ছিল।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া

দুই দিনের সফরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দুই দিনের সফরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থান করছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে তিনি সেখানে পৌঁছান। এর আগে সকাল ৯ টায় টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে সড়ক পথে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও পরবর্তী সরকার গঠনের পর প্রথমবারের মত নিজ জেলা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রদ্ধা জানানো শেষে ফাতেহা পাঠ দোয়া ও মোনাজাত করেন তিনি। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা। সফরসূচি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বিকেলে টুঙ্গিপাড়ায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত কর্মী সভায় বক্তব্য রাখবেন। এরপর শনিবার নিজ বাড়িতেই রাত্রিযাপন করবেন। পরদিন রোববার কোটালীপাড়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পরে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তিনি।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ আসাদ)

বিএনপি'র শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ হাজার হাজার নেতাকর্মীর মৌলিক অধিকার হরণ করেছে সরকার : রিজভী

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন সরকারের অত্যাচারে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও হাজার হাজার নেতাকর্মী কারাবন্দি হয়ে এখনো স্বাসরুদ্ধকর জীবন যাপন করছেন। তাদের সব মৌলিক অধিকার হরণ করে নিপীড়নের সর্বোচ্চ মাত্রা প্রয়োগ করা হয়েছে। সকালে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ হাজার হাজার নেতাকর্মী অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসা না পেয়ে অমানবিক জীবন যাপন করছেন।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ আসাদ)

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুজন নিহত

রাজধানী তেজগাঁও এলাকায় বিএফডিসির গেট সংলগ্ন মোল্লাবাড়ি বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এই আগুনে প্রায় ৩০০ ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক ধারণা শর্ট সার্কিট কিংবা গ্যাস লিকেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ভোররাতে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। এ সময় অধিকাংশ মানুষ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। তাদের ধারণা নিহতরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার কারণেই ঘর থেকে বের হতে পারেনি। এদিকে প্রাথমিকভাবে নিহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে নিহতদের মধ্যে একজন নারী ও অপরজন শিশু বলে জানা গেছে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ আসাদ)

দেশের ১৩ জেলার উপর দিয়ে মৃদু শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে

দেশের ১৩ জেলার উপর দিয়ে মৃদু শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। রাজশাহী পাবনা, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া জেলাসহ আরো আটটি জেলার উপর দিয়ে এই শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। শনিবার দেশের সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দিনাজপুরে ৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা টেকনাফে ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেই সাথে আগামী পাঁচদিনের মধ্যে সারাদেশে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মোঃ বজলুর রশিদের দেওয়া পূর্বাভাসে আরো জানা গেছে আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তবে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশা পড়তে পারে যা দুপুর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ আসাদ)

বিএনপি'র কোনো নেতৃত্ব নাই, তাই তারা নির্বাচনে অংশ নেয়নিঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিএনপি'র কোনো নেতৃত্ব নাই তাই তারা নির্বাচনে অংশ নেয়নি; কিন্তু নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছিল। অগ্নিসন্ত্রাস করে তারা মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেও বলে মন্তব্য করেন তিনি। শনিবার বিকেলে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় কালে এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা। বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশ তালা দিয়ে চাবি নিয়ে গিয়েছিল এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন এটিও একটি নাটক। একই দিন টুঙ্গিপাড়ায় নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন সরকার প্রধান। সেখানে তিনি আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

আওয়ামী লীগের টানা চতুর্থবার এবং মোট পঞ্চমবার সরকার গঠন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শনিবার টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে প্রথম পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তিন বাহিনী থেকে আগত একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম প্রদর্শন করে। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সমাধি সৌধের বেদিতে আরেকটি পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে তিনি কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আরো একবার পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। শ্রদ্ধা জানানো শেষে ফাতেহা পাঠ ও দোয়া মোনাজাত করেন সরকার প্রধান।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচন বর্জনকারীরা এখনো পিছু হটেনি নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে: ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক, পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচন বর্জনকারীরা এখনো পিছু হটেনি; তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। এই সরকার যেন থাকতে না পারে সেই জন্য বিদেশি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা আশা করছে, দেশে কম্বোডিয়ার মতো নিষেধাজ্ঞা আসবে। শনিবার সকালে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের। এ সময় তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোনো নিষেধাজ্ঞা বা ভিসা নীতি নিয়ে মাথা ঘামান না।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

জাপার শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি

জাতীয় পার্টির যেসব নেতা দলটির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু। শনিবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ কালে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন। চুন্নু দাবি করেন দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নেয়া অনেকে এখনো নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। এ সময় তিনি আরো বলেন দলগতভাবে সংসদে জাতীয় পার্টি একমাত্র বিরোধী দল হবার যোগ্যতা রাখে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৩. ০১.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

১৩ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দিনাজপুরে ৮.৮ ডিগ্রি

তাপমাত্রা আরও কমে শৈত্যপ্রবাহ বিস্তৃতি লাভ করেছে। শুক্রবার তিন জেলার ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেলেও আজ শনিবার তা ১৩ জেলায় ছড়িয়েছে। ঘন কুয়াশায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান কমে এবং উত্তরের ঠান্ডা বাতাসের কারণে সারাদেশেই এখন তীব্র শীতের অনুভূতি। শীতে জবুথবু নগরবাসীও। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল দিনাজপুরে। একদিন আগে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল কিশোরগঞ্জের নিকলী ও চুয়াডাঙ্গায়।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

তেজগাঁওয়ে বস্তির আগুন নাশকতা নাকি দুর্ঘটনা তদন্ত করে জানা যাবে

রাজধানীর তেজগাঁও মোল্লাবাড়ি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড নাশকতা, নাকি দুর্ঘটনা সেটি তদন্ত করে জানা যাবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মো. হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, `অসতর্কতা নাকি বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন লেগেছে, সেটা ফায়ার সার্ভিস এবং আমাদের তদন্তে বেরিয়ে আসবে। তারপরও এই বস্তির মালিকানা নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করছি।, শনিবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপি আশায় আছে দেশে কম্বোডিয়ার মতো নিষেধাজ্ঞা আসবে : কাদের

বিএনপি নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, `নির্বাচন বর্জনকারীরা এখনো পিছু হটেনি। এখন তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, এ সরকার যেন (ক্ষমতায়) থাকতে না পারে।, তিনি বলেন, `তারা (বিএনপি নেতারা) আশা করছেন কম্বোডিয়ার মতো নিষেধাজ্ঞা দেশে আসবে। শেখ হাসিনা ভিসা বিধি-নিষেধের কোনো পরোয়া করেন না।, শনিবার (১৩ জানুয়ারি) গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা। এ সময় তিনি এসব কথা বলেন।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচনের প্রতিটি টাকার হিসাব দিতে হবে : রিজভী

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঘুমিয়ে থেকে ডামি নির্বাচনের নামে যে সংসদের জন্ম দিয়েছে আগামীতে দেশের জনগণের ভোটে

সরকার গঠিত হলে প্রতিটি টাকার হিসাব দিতে হবে। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

নেতা-কর্মীদের শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান রিজভীর

শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিএনপির নেতা-কর্মী ও বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান। রিজভী বলেন, সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ডামি সরকার অবৈধ ক্ষমতার উষ্ণতা অনুভব করলেও বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলে তীব্র শীতে কাঁপছে কৃষক-শ্রমিক-দিনমজুর-নিম্নআয়ের মানুষ। মানুষ যেখানে একবেলা খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে কীভাবে শীতবস্ত্র জোগাড় করবে?
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

রমজানে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিন, মন্ত্রীদের শেখ হাসিনা

পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "পবিত্র রমজান ঘনিয়ে আসছে, তাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন। কারণ এ মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ানো উচিত নয়।„ শনিবার (১৩ জানুয়ারি) টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসা নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে এ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। টুঙ্গিপাড়ায় নিজ বাসভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

স্থগিত আসনে নৌকার নিলুফার আনজুম জয়ী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) স্থগিত আসনে নৌকা প্রতীকের নিলুফার আনজুম জয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৫৪ হাজার ৪৯০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের সোমনাথ সাহা পেয়েছেন ৫২ হাজার ৫৬৬ ভোট। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফারুক মিয়া জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। স্থগিত হওয়া ভালুকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে মোট ভোটার তিন হাজার ৩২ জন। এর মধ্যে ভোট পড়েছে ১ হাজার ৬৭৭ ভোট। নৌকা পেয়েছে ১ হাজার ২৯৫ এবং ট্রাক প্রতীকের সোমনাথ সাহা পেয়েছেন ৩৫৫ ভোট। গৌরীপুর উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাহিদুল করিম বলেন, কোনো বিশৃঙ্খলা ছাড়াই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

চলতি মাসে গেটওয়ের টাকা ফেরত দিতে শুরু করবে ইভ্যালি : রাসেল

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি চলতি জানুয়ারি মাস থেকে গেটওয়েতে আটকে থাকা টাকা ফেরত দিতে শুরু করবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মাদ রাসেল। এছাড়া আগামী মে মাস থেকে চেকসহ পুরোনো সব দেনার টাকাও পরিশোধ করা শুরু করবেন বলে জানান তিনি। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেলে ইভ্যালির প্রধান কার্যালয় ধানমন্ডি থেকে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তিনি।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

তেজগাঁওয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন জামায়াত নেতারা

রাজধানীর কারওয়ান বাজার সংলগ্ন মোল্লাবাড়ি বস্তিতে ভয়াবহ আগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তরের হাতিরঝিল অঞ্চলের নেতারা। সংগঠনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রচার-মিডিয়া সম্পাদক আতাউর রহমান সরকারের নেতৃত্বে শনিবার বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিদর্শন শেষে ক্ষতিগ্রস্তদের সান্ত্বনা দেন এবং তাদের বিপদে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

বেনাপোল এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগ; বিএনপি নেতা নবী কারাগারে

রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনার মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ নবী উল্লাহ নবীসহ দু'জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) তিনদিনের দিনের রিমান্ড শেষে তাদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

দফায় দফায় ফুলেল শুভেচ্ছায় শিক্ষামন্ত্রীর `না,, অফিস আদেশ জারি

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন কেউ দায়িত্বে এলেই কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমিতি-ফোরামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে দফায় দফায় ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে যান। এ নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। এ ধারা চলতে থাকে দুই

তিন মাস পর্যন্ত। এর ফলে কাজে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সরকারের নতুন শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব মনিরুল ইসলাম মিলনের সই করা অফিস আদেশে মতবিনিময় সভায় ফুলেল শুভেচ্ছা না দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১৩.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

ISRAEL AND S AFRICA PLAY HEAVY ON EMOTION IN GENOCIDE CASE

The UN's top legal body has now heard two days of powerful legal argument on the "crime of all crimes": genocide. It is now for the judges at the International Court of Justice (ICJ) to decide whether Israel, in its war in Gaza, is guilty of an attempt to destroy a national, ethnic, racial or religious group, in whole or in part, as defined by the 1948 Convention of Genocide. There could hardly be a more weighty matter. Both sides have played heavily on the strong emotions swirling around the conflict that erupted on 7 October last year.
(BBC Web Page: 13/01/24, FARUK)

ECUADOR VIOLENCE AFFECTS WHOLE WORLD, PRESIDENT TELLS BBC

Ecuadorean President Daniel Noboa has told the BBC the gang violence which dramatically exploded this week in his country is a problem for the whole world. Ecuador's youngest ever president has only been in the job since November, but he is now faced with the country's biggest crisis in its modern history. Days of unrest saw two gang leaders escape from jail, prison guards held hostage, and explosive devices set off in a number of cities across the country. (BBC Web Page: 13/01/24, FARUK)

MEDICINE TO BE SENT TO GAZA HOSTAGES: ISRAELI PM

A new agreement will now medicines to be delivered to Israeli hostages being held by Hamas in Gaza, says Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. It comes after some hostage's families visited Qatar and told mediators loved ones needed important prescription medication, CBS News reports. Deliveries have not begun yet, and it is not clear how medicine will be transported. Israel believes there are around 105 hostages still alive in Gaza. An estimated 240 people were taken prisoner in Hamas's 7 October attacks, but 105 were later released by Hamas during a dix-day ceasefire at the end of November, and at least 25 are believed to be dead. (BBC Web Page: 13/01/24, FARUK)

ITALIAN DEPUTY PM TAKES STAND IN MIGRANT KIDNAP TRIAL

Italian Deputy Prime Minister Matteo Salvini has defended his hard-line approach against illegal migration during a court appearance in Sicily. He is facing kidnap and dereliction of duty charges for preventing migrants from disembarking an NGO ship in 2019. He has denied the charges, saying he acted "in the interest of national security". At the time, Mr Salvini - the leader of the right-wing League - was interior minister in a previous government. (BBC Web Page: 13/01/24, FARUK)

TURKEY STRIKES 29 TARGETS IN IRAQ AND SYRIA

Turkey's defence ministry says it conducted overnight air strikes on terrorist targets in Iraq and Syria after nine of its soldiers were killed in a military base in Iraq. It says the strikes targeted 29 locations including caves, bunkers, shelters and oil installations belonging to the Kurdistan Workers Party (PKK) and the People's Protection Units (YPG) militia - both of which Turkey regards as terror groups. Turkey has a long-running campaign against the PKK, a group also regarded by much of the West - including the UK and US - as a terrorist organization. (BBC Web Page: 13/01/24, FARUK)

HAMAS-RUN HEALTH MINISTRY SAYS ANOTHER 135 KILLED IN GAZA

The Hamas-run health ministry in Gaza says 23,843 have been killed there since 7 October. That's an increase of 135 on Friday's total. The ministry also says it has registered 60,317 wounded. (BBC Web Page: 13/01/24, FARUK)

IRAN'S FOREIGN MINISTER BACKS HOUTHI ATTACKS IN RED SEA

Iran backs the Houthis in Yemen - and the US believes Iran is deeply involved in planning Houthi attacks against cargo ships in the Red Sea. With that in mind, it's perhaps unsurprising that Iran's foreign minister has praised the Houthi actions against Israel in the Red Sea, adding that Yemen is committed to maritime and shipping security. In a post on X (formerly Twitter) on Friday evening, Hossein Amir- Abdollahian said: " Yemen's action in supporting the women and children of Gaza and its opposition to the Israeli regime's genocide is commendable." (BBC Web Page: 13/01/24, FARUK)

IRAN MUST TELL HOUTHIS TO CEASE AND DESIST: SHAPPS

The UK's defence secretary has told Iran to urge its proxies in the Middle East to cease and desist as the world is running out of patience. Grant Shapps singled out Yemen's Houthis and Lebanon's Hezbollah, both key allies of Tehran and supporters of Hamas. The UK joined the US in launching airstrikes against Houthi targets in Yemen overnight on Thursday. The Houthis have been attacking shipping in the Red Sea since November. The Iranian-backed political and military group - who control a large part of Yemen - claims to be targeting ships in response to Israel's attacks on Gaza. (BBC Web Page: 13/01/24, FARUK)

US WILL RESPOND IF HOUTHIS CONTINUE ATTACKS: BIDEN

US President Joe Biden says there will be further retaliation against the Houthis should the group continue with its outrageous behaviour. The US and UK launched dozens of airstrikes on Friday - targeting nearly 30 Houthi positions in response to recent attacks on ships in the Red Sea. Five people were killed, the group reported - vowing to retaliate. Mr Biden said the strikes were a success and that he thought the Houthis were a terrorist group. Some 73 missiles were launched at Yemen during the strike, the Houthis reported. They said the attack meant UK and US interests were now legitimate targets.
(BBC Web Page: 13/01/24, FARUK)

:: THE END ::